জাবি উপাচার্যের পক্ষে-বিপক্ষে মিছিল

জাবি প্রতিনিধি
১৭ অক্টোবর ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ১৭ অক্টোবর ২০১৯ ০০:১৪

উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ দুর্নীতির অভিযোগে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলামকে অপসারণের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন আন্দোলনকারী শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। অন্যদিকে উপাচার্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ষড়যন্ত্রমূলক আখ্যা দিয়ে তার পক্ষে মৌন মিছিল ও সংহতি সমাবেশ করেছে উপাচার্যপন্থি শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

গতকাল বুধবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদের সামনে থেকে ‘দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর’ ব্যানারে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুরাদ চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করা হয়। সমাবেশে দর্শন বিভাগের অধ্যাপক আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া বলেন, উপাচার্যের নিজ পদে থাকার নৈতিক অধিকার নেই। তিনি স্পষ্টভাবে আর্থিক কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত। উপাচার্যের এখন নতুন করে দল ভারী করে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা না করে এ অভিযোগের তদন্ত করুন।

ছাত্রফ্রন্টের (মার্কসবাদী) জাবি শাখার সভাপতি মাহাথির মোহাম্মদ বলেন, বর্তমান উপাচার্য স্বৈরাচারের এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে যা পূর্বের সব সীমা লঙ্ঘন করেছে। আমরা এই অযোগ্য উপাচার্যকে আর দেখতে চাই না। জাহাঙ্গীরনগর কখনো কোনো অপদার্থ, স্বেচ্ছাচারী ও দুর্নীতিবাজ উপাচার্যকে মেনে নেয়নি।

আন্দোলনের অংশ হিসেবে আজ (বৃহস্পতিবার) সংহতি সমাবেশ এবং ১৯ অক্টোবর মশাল মিছিল অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন ‘দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর’ ব্যানারের

মুখপাত্র অধ্যাপক রায়হান রাইন।

এদিকে বেলা সাড়ে এগারোটায় শহীদ মিনার হতে মৌন মিছিল ও পুরাতন প্রশাসনিক ভবনের সামনে সংহতি সমাবেশ করে ‘অন্যায়ের বিপক্ষে এবং উন্নয়নের পক্ষে জাহাঙ্গীরনগর’ ব্যানারে উপাচার্যপন্থিরা। সংহতি সমাবেশে উপাচার্যের বিরুদ্ধে চলমান আন্দোলনকে স্বার্থান্বেষী মহলের ষড়যন্ত্র উল্লেখ করে শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক অজিত কুমার মজুমদার বলেন, প্রয়োজনের তাগিদেই গণজাগরণ হয়। আজকের এই গণজাগরণ প্রমাণ করে উপাচার্যের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হচ্ছে, তা একটি স্বার্থান্বেষী মহলের ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।

সমাবেশে ‘বঙ্গবন্ধু শিক্ষক পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী উপাচার্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে বলেন, ‘আপনারা আসুন, দেখুন কত মানুষ আমরা এখানে একত্র হয়েছি। এ গণজমায়েত প্রমাণ করে আপনাদের আন্দোলন যৌক্তিক নয়। তাই আসুন, মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে আন্দোলন না করে একসঙ্গে বিশ^বিদ্যালয়কে পরিচালনা ও উন্নয়নের পক্ষে কাজ করি।’

advertisement

সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন অধ্যাপক হানিফ আলী, অধ্যাপক সুফি মোস্তাফিজুর রহমান, অফিসার সমিতির সভাপতি আবু হাসান প্রমুখ।